তারিখ ·02· JAN ·2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বই উৎসব

মানিকনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের বই উৎসবে। নতুন বই হাতে পেয়ে যারপরনাই খুশি। ফেরার পথে বাসে উঠেও তাদের আনন্দের কমতি ছিল না ● অ্যালবাম : পৃষ্ঠা-৩

কাজল হাজরা

হাতে হাতে বই, চোখে মুখে হাসি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বইগুলো হাতে নিয়ে ছেলেটি ঝট করে চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। দু'চোখ বন্ধ হলো তার। জগতের সব অনুভবে নিমগ্ন হলো আবেশে। মায়ের বুকের ওম আর উষ্ণতার মিশেলে স্থির রইল কিছুক্ষণ। আরও কিছুক্ষণ। তারপর জানালার বন্ধ কপাটের মতো হঠাৎ খুলে ফেলল তার একটা। নাক গুঁজে দিল সেখানে। লম্বা একটা টান, তৃপ্তির শ্বাস, অমোঘ প্রশান্তি আর দ্যুতির দ্যোতনা নিয়ে পাশে দাঁড়ানো মায়ের হাতটা ধরল– 'মা, বইয়ের গন্ধটা না ঠিক তোমার মতো।'

ছলছল করা ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ভিজে ওঠে মায়ের চোখও। কিছু বলতে গিয়ে গলা বুজে আসে তার। বুকের সব উদগিরণ থামিয়ে কেবল মাথায় হাত বুলাতে থাকেন তিনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষার ক্লান্তি মিশে যায় নিমেষে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ফাঁকে হেসে ওঠে রৌদ্রকণা; আলো থইথই করে চারপাশে।

রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের সুবিশাল মাঠে কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসেছিলেন সকালেই। তার হাত থেকে ব্রেইল বই হাতে পেল দৃষ্টি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

হাতে হাতে বই, চোখে-মুখে হাসি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রতিবন্ধী ছাত্র মো. আমিনুল ইসলাম। বারডো ব্লাইন্ড স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সে। বই পাওয়ার পর আমিনুলের প্রতিক্রিয়া, 'ভীষণ খুশি, লাগছে আমার।' একই মঞ্চে মন্ত্রীর হাত থেকে বই নেয় ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী নাফিসা তাবাসসুম ঐন্দ্রিলা। ঐন্দ্রিলার ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি, 'নতুন ক্লাসে উঠেছি। প্রথম দিনেই বই পেয়ে সত্যিকারের ঈদের আনন্দ লাগছে। বাসায় গিয়ে পড়ব। আমি এবার প্রাথমিক পার করে মাধ্যমিকে উঠেছি।' হাসি বেড়ে গেল তার মুখে– 'মনে হচ্ছে, হঠাৎ বড় হয়ে গেছি আমি।'

আমিনুল আর ঐন্দ্রিলার মতোই লাখো শিশুর কলরবের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো এবারের পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস। শিক্ষাবছরের প্রথম দিনে গতকাল সোমবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ৩৫ কোটি ৪২ লাখ নতুন বই। ঝকঝকে তকতকে নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা ছিল প্রতিটি স্কুলের আঙিনা। সম্পূর্ণ রঙে রাঙিয়ে গিয়েছিল সবার অবয়ব; নতুন ক্লাসে ওঠা সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর স্বর্গ-মুখ।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছিল দুটি– রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ। শীতের পরশমাখা নতুন বছরের প্রথম দিনের স্নিগ্ধ সকালে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে গিয়ে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জাতীয় পতাকার লাল-সবুজে সাজানো সুদৃশ্য সুবিশাল মঞ্চ। লাল আর সবুজ ক্যাপ পরে পুরো বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেচে-গেয়ে উল্লাস করেছে শিক্ষার্থীরা। হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নাড়িয়ে আর দূর আকাশে রঙিন বেলুন উড়িয়ে সৃষ্টি করেছিল তারা মুগ্ধ করা আবেশ। হাতের নতুন বই উঁচু করে নাড়াতে নাড়াতে তারা হয়ে গিয়েছিল রক্ত-মাংসের পুতুল।

আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের উৎসবে অংশ নেয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালবাগ ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাজারীবাগ গার্লস হাই স্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, বারডো ব্লাইন্ড স্কুল ও হাফেজ আবদুর রাজ্জাক জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার হাজার-হাজার শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। বেলুন উড়িয়ে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বক্তৃতা পর্ব শেষে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেন তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে। বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উৎসবের মধ্য দিয়ে চার কোটি ৩৭ লাখ ছয় হাজার ৮৯৫ জন শিক্ষার্থী বই পাচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বাড়িতে কোনো না কোনোভাবে নতুন বইয়ের ছোঁয়া লাগবে।'

এবারের পাঠ্যবইয়ে কিছু পরিবর্তন আনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বইয়ে অনেক পরিবর্তন এনেছি। বাঁধাই ও কলেবরের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন। কিছু মূল বইয়ে সংস্কার ও সংশোধনী আনা হয়েছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যাতে পড়তে পারে সে জন্য আমরা ব্রেইল পদ্ধতির বই তৈরি করেছি। ৯৬৩ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর হাতে এ বই তুলে দিচ্ছি আমরা। তারা চাইলে অডিও শুনেও শিখে নিতে পারবে, সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।' বিনামূল্যে বই দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে মন্তব্য করে নাহিদ বলেন, 'আমরা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে। বছরের প্রথম দিন এত শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছি আমরা।'

উৎসব অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মাহাবুবুর রহমান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা ও মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান বক্তব্য দেন।

– কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ : অন্যদিকে একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ক্যাপ ও ব্যাজ পরে জড়ো হয়েছিল প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুরা। ফিরেছে বই নিয়ে, ওই হাসিমুখেই। লালবাগ, কোতোয়ালি, ডেমরা, সূত্রাপুর, মতিঝিল থানার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসেছিলেন তাদের শিক্ষক-অভিভাবকরাও। নানান রঙের কাপড়ে ঘেরা মাঠের মাঝে ছিল আয়োজন, আর খোলা আকাশে তখন উড়ছিল রঙিন বেলুন। এর সামনেই ছিল মঞ্চ। মঞ্চে অতিথিদের সামনে সকাল ঠিক ১০টার পরপরই শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠের পর একে একে শুরু হয় সঙ্গীত পরিবেশন। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'আমরা সবাই রাজা'- এসব গানে সুর মেলায় শিশু-শিক্ষার্থীরাও। হাত উঁচিয়ে, তালি দিয়ে, নেচে-গেয়ে উৎসবে মেতে ওঠে তারা বিস্তীর্ণ মাঠে।

সুরের ঝংকারের পালা শেষ করে ঘোষণা আসে– এবার আসছেন হানিফ সংকেত; ইত্যাদির হানিফ সংকেত! সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিশুরা। 'আজ আমার মনে হচ্ছে, ফুলের সঙ্গে আছি আমি।' সামনে হাজারো শিশু দেখে এমন কথা বলে বক্তব্য শুরু করেন হানিফ সংকেত। তিনি বলেন, 'আমাদের সময় কল্পনাও করতে পারিনি– উৎসবের মাধ্যমে এমন নতুন বই পাব'। বড় ভাইদের বলে রাখতাম পুরনো বইয়ের জন্য।' শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'শুধু বই পেলেই হবে না। বই জ্ঞানের আলো ছড়ায়। নিজেদের আলোকিত করে জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে তোমরা। স্কুলে যেতে হবে; গাইড বই, কোচিং বাদ দিতে হবে।'

বই হাতে পেয়ে আজিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল ইসলামের চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস– 'খুব ভালো লাগছে। আজ থেকেই নতুন বই পড়ব।' মাঠে দাঁড়ানো আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিরিন আক্তার বলেন, 'বছরের প্রথম দিনেই বই পাওয়া ছোট্ট শিশুদের জন্য আনন্দের।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আজকের এ দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দিই আমরা। প্রধানমন্ত্রী আগেই বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই।'

তার আগে একে একে বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন, সংসদ সদস্য আ ক ম জাহাঙ্গীর ও উম্মে রাজিয়া কাজল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আসিফ উজ জামানের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন।

বক্তব্যের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এর পরই প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন তিনি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯৩ জন শিক্ষার্থীকে চার রঙের ১০ কোটি ৩৬ লাখ ২৫ হাজার ৪৮০টি বই; প্রাক-প্রাথমিকে ৩৪ লাখ ১১ হাজার ৮২৪টি এবং ৩৪ লাখ ১১ হাজার ৮২৪টি অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি চিন্তা করে তাদের নিজস্ব বর্ণমালা সংবলিত মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়েছে এবার। পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরী) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৩৪ হাজার ৬৪২টি আমার বই ও ৩৪ হাজার ৬৪২টি অনুশীলন খাতা এবং প্রথম শ্রেণির ৭৯ হাজার ৯৯২টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে বিতরণ করা হচ্ছে।